ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব ; মদ্গতচিত্ত আমাতে ভক্তিযুক্ত যোগী-সাধকের জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়শঃ মঙ্গলজনক হয় না। এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তির জ্ঞান-বৈরাগ্যের অপেক্ষা শূন্যতা দেখান হইয়াছে, অথচ ১১।২০।৩২-৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ তৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তিং লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ॥

হে উদ্ধব! নিখিল কর্ম্মে, তপস্যায়, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে, অষ্টাঙ্গ যোগে, দানধর্ম্মে—অধিক কি তীর্থযাত্রা, ব্রতাদি দ্বারা যে ফললাভ হয়, আমার ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগ প্রভাবে সেই সকল ফল অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। এমন কি, তাহারা আমার ভক্তির আনুকুল্যে স্বর্গ, মোক্ষ এবং আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম পাইতে প্রার্থনা করিলেও ভক্তি-যোগপ্রভাবে অনায়াসে তাহা পাইতে পারে। এইসকল প্রমাণে জ্ঞানকেও অনাদর করা হইয়াছে। তৎপর অবশিষ্ট সবিশেষ পরমাত্মস্বরূপের উপাসনা-রূপা ভক্তিতেও দেখা যায়—যাহারা শ্রীবিষ্ণুর রূপটিকে বহু বলিয়া মনে না করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের কিম্বা অন্য আকার ঈশ্বরের যে উপাসনাকে বহু বলিয়া মনে করে, তাহাও অনাদৃত হইয়াছেন।

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুরূপের সচ্চিদানন্দঘনত্ব এবং বিভুত্ব যাহারা স্বীকার না করিয়া নিরাকার পরমেশ্বরের অথবা অন্যবিধ আকার পরমেশ্বরের অর্থাৎ শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতির যে উপাসনাটিকে বহু বলিয়া মনে করেন, সেটিও শ্রীমদ্ভাগবতমতে তিরস্কৃত ; যেহেতু হিরণ্যকশিপু অসুর হইয়াও পরমেশ্বর-তত্ত্বের "নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ" ৭।২।২২ শ্লোকে নিত্যত্ব, অপক্ষয়শূন্যত্ব এবং নির্ম্মলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক উল্লিখিত ইতিহাস-বাক্যের দ্বারাও—"যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ" ইত্যাদি ৭।২।৩৯ শ্লোকে পরমেশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃকত্ব বর্ণিত হইয়াছেন। আবার যখন শ্রীব্রহ্মাকে পরমেশ্বররূপে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান এবং অন্যবিধ আকার ঈশ্বরজ্ঞানও যে তাঁহার ছিল, তাহাও ৭।৩ অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছেন। অথচ এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এবং উপাসনা-সামর্থ্যযুক্ত হইলেও হিরণ্যকশিপুর একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতে সাধারণ দেবতা দৃষ্টি থাকার জন্য শাস্ত্র তাঁহার সেই জ্ঞানকে এবং উপাসনাকে —ভূয়ো ভূয়ঃ নিন্দা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দেবতা-